RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ৬ সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ মার্চ - ৬ এপ্রিল, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 6, Cooch Behar, Friday, 24 March - 6 April, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

বনধ রুখতে হিপ্পির গান্ধীগিরি

পার্থ নিয়োগী: রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চের ডাকা বনধকে ব্যর্থ করতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেখানে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে সেখানে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি দেখা গেল কোচবিহারে। বিভিন্ন জেলায় যখন দলের নেতা, মন্ত্রীদের দেখা গেল স্কুলে, অফিসে ঘুরে ঘুরে কড়া ধমক দিয়ে বনধ ব্যর্থ করতে। সেখানে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে দেখা গেল হাতজোড় করে বনধ সমর্থনকারীদের বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে যাতে তারা মানুষের অসুবিধের কথা ভেবে কাজে যোগ দেন। ১০ মার্চ সকালে অভিজিৎবাবু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি সায়নদীপ গোস্বামী ও অন্যান্য তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে কোচবিহারের অফিসপাড়া বলে পরিচিত সাগরদিঘি চত্বরে পৌঁছান। বনধ সমর্থনে যৌথ মঞ্চের মিছিল যাবার সময় হঠাৎ অভিজিৎবাবুর মুখোমুখি হয় বনধ সমর্থকরা। তাদের দিকে হাতজোড় করে হাসিমুখে অভিজিৎবাবু কাজে যোগ দেবার আহ্বান করেন। মিছিল থেকেই কয়েকজন বনধ সমর্থকেও দেখা যায় অভিজিৎবাবুর সাথে কুশল বিনিময় করতে। এক সময় অভিজিৎ দে ভৌমিককে বলতে শোনা যায় ২০১১ সালে সরকার থেকে চলে যাবার সময় যারা ডিএ বকেয়া রেখে যায় চলে গিয়েছিল তাদের কথা শুনে বনধ করাটা ঠিক নয়। তবে পথচলতি মানুষ জেলা তৃণমূল সভাপতির এহেন গান্ধীগিরির আচরণ দেখতে পেয়ে প্রশংসা করেন। তবে বনধ রুখতে তাঁর এহেন প্রয়াস কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

হেরিটেজ হওয়ার অপেক্ষায় রাজনগর

পার্থ নিয়োগী: ২০১৭ সালে কোচবিহারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন কোচবিহার এবং নবদ্বীপ শহরকে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কাজও শুরু হয় দ্রুত। এরই মাঝে চলে আসে অতিমারি করোনা। এরজন্য দুই বছর হেরিটেজের কাজ স্বাভাবিকভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবুও সব বাঁধা সামলে আজ অনেকটাই কাজ শেষ। এখন খালি অপেক্ষা কবে ঘোষণা করা হবে কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে? সূত্রের খবর সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হবে কোচবিহারকে। গত ১৬ মার্চ হেরিটেজের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজের জন্য কোচবিহার পুরসভা থেকে ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যানের খসরা রাজ্যে পাঠানো হয়। আর এই টেকনিকাল কাজের ধাপটি শেষ হলেই কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে। তবে এই টেকনিকাল ধাপের কাজটি শেষ হতে দুই মাসের বেশি সময় লাগতে পারে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। ল্যান্ড ইউজ ম্যাপ অ্যান্ড রেজিস্টার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ১৫৫ টি জায়গা হেরিটেজ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে তালিকা থেকে একটি নাম বাদ যায়। ফলে হেরিটেজ সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হয় ১৫৪ টি জায়গা। এবার ল্যান্ড ইউজ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান প্রকাশ করা হবে। এরজন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব কোচবিহার পুরসভাকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে বলা হয় কন্ট্রোল প্ল্যানের জন্য নোটিফিকেশন করার কথা। আর সেটাই গত ১৬ মার্চ কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার টাউন প্ল্যানিং অথরিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সই করেন। সেই খসরা এদিনই রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও দপ্তরের প্রধান সচিব এবং জেলাশাসককেও পাঠানো হয়। এখন সরকারি প্রেসের মাধ্যমে নগরোন্নয়ন দপ্তর গেজেট আকারে সেটি শীঘ্রই প্রকাশ করবে। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলে পুরসভা পেপার নোটিফিকেশন করবে। দুই মাসের মধ্যে ১৫৪ টি হেরিটেজ জায়গা নিয়ে কারও কোন অভিযোগ রয়েছে কিনা সেটা দেখা হবে। আরও কোন জায়গা হেরিটেজ তালিকায় আসবে কিনা সেটাও এই সময়ের মধ্যে দেখা হবে। অভিযোগ এলে জেলাশাসক, পুরপতি ও পুরসভার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তা নিয়ে হেয়ারিং করবেন। সেই সমস্ত বিষয় দেখে সেই কাগজপত্র রাজ্য হেরিটেজ কমিশনে পাঠানো হবে। কোন কিছু বাতিল হলে বা সংযুক্ত হলে তারপর ফাইনাল নোটিফিকেশন হবে। এই খসরাটি দপ্তরের থেকে দুইমাস ওয়েবসাইটে থাকার পাশাপাশি কোচবিহার পুরসভা, মহকুমা শাসকের দপ্তর ও জেলা শাসকের দপ্তরে ঝোলানো থাকবে বলে জানা গেছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় চালু হতে চলেছে ই-বাস পরিষেবা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় চালু হতে চলেছে ই-বাস পরিষেবা। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী কোচবিহার- আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার-দিনহাটা রুটে ই-বাস চালানোর জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই চার্জিং স্টেশনসহ ই-বাস কেনার বরাদ্দ চেয়ে পরিবহণমন্ত্রককে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, ই-বাস পরিষেবা শুরুর আবেদন রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরে করা হয়েছিল। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সবুজ সংকেত দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু করা হবে। প্রথম পর্যায়ে চারটি বাস দিয়ে পরিষেবা চালু হতে চলেছে। কোচবিহারের জন্য একটি চার্জিং পয়েন্টও হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম পাবলিক ই- বাস পরিষেবা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা চালু করতে চলেছে বলে জানান পার্থপ্রতিম রায়।

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বরাদ্দ করল ৩৫ কোটি

দেবাশীষ চক্রবর্তী: ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর হল কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা। তবে এখন শুধুমাত্র ভারত নয়। ভুটান, নেপালের সাথেও চ্যাংরাবান্ধা দিয়েই বাণিজ্য হয় বাংলাদেশের। গুরুত্ব বাড়ার পাশাপাশি চাপও বাড়ছে দিনকে দিন চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর। আর বাণিজ্য কেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কোচবিহার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হবে। আর এই স্থলবন্দর এলাকার জন্য রাজ্য সরকার ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে। টেন্ডারের কাজও শেষ। এখন কাজ শুরুর অপেক্ষা। চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর বাণিজ্য কেন্দ্রের বেশ কিছু পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে যেমন আছে পাকা রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা। আবার আছে স্থলবন্দরে থাকা একমাত্র ট্রাক টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় চালকদের বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা তৈরি করা। বাড়ানো হবে ট্রাক রাখার জায়গাও। সীমান্তের রাস্তায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। এর পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের তরফেও মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা ও নিকাশির কাজ করার তালিকাতেও আছে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের নাম। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি খুশি চ্যাংরাবান্ধার স্থানীয় মানুষজনও। তাদের কথা পরিকাঠামোর উন্নতি হলে ভারত-বাংলাদেশ-ভুটানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি আসবে ও সেইসাথে বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এলাকারও অনেক উন্নতি ঘটবে। যানজটের সমস্যা থেকেও মুক্তি মিলবে বলে তাদের দাবি।

কথা রাখল তৃণমূল

পার্থ নিয়োগী: সম্প্রতি ঝড়ে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হন মরিচবাড়ির বাসিন্দা প্রাণকৃষ্ণ সরকার। তার পাশে থাকার কথা দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। আর সেই আশ্বাস মতো ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মরিচবাড়ির বাসিন্দা প্রাণকৃষ্ণ সরকারের হাতে ২৭ টি টিন তুলে দিল তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার-২ নং ব্লক নেতৃত্ব। ঝড়ে ঘর ভেঙে যাবার ফলে প্রাণকৃষ্ণ তার পরিবার নিয়ে সমস্যায় পড়েন। পরদিনই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি সজল সরকার সহ জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা আলপনা সরকার বলেন, 'সজলবাবুর উদ্যোগে ওই পরিবারকে ২৭ টি টিন দেওয়া হয়েছে ঘর মেরামতের জন্য।'

চ্যাংরাবান্ধায় আইএনটিইউসি এর সম্মেলন

পার্থ নিয়োগী: গত ১২ মার্চ চ্যাংরাবান্ধায় অনুষ্ঠিত হল আইএনটিইউসি-এর সম্মেলন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কামারুজ্জামান এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এদিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন দাবি দাওয়া তুলে ধরেন। পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেন।

এদিনের সম্মেলনে

আইএনটিইউসি-এর রাজ্য ও জেলা স্তরের বিভিন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, জেলার শ্রমিকদের স্বার্থে আগামীদিনে আইএনটিইউসি-এর তরফে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক স্বার্থের কথা এদিন সম্মেলনে উঠে আসে যুবনেতা ঋতুরাজ দাসের কথাতেও। কংগ্রেস যে জেলায় জেলায় তাদের শ্রমিক সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে তা এদিনের সম্মেলন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ঝিনুক মাশরুম চাষে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছে মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জ পুরসভার-১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিবা সাহার দেখানো পথে ঝিনুক মাশরুম চাষ করে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছেন মেখলিগঞ্জের আরও দুই যুবক। কোচবিহার জেলার সীমান্ত শহর মেখলিগঞ্জে কর্মসংস্থানের তেমন কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। ইউটিউব থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝিনুক মাশরুম চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন শিবা সাহা। পরবর্তীতে তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ঝিনুক মাশরুম চাষে স্বনির্ভরতার দিশা খুঁজে পেয়েছেন রাকেশ সিংহ সরকার ও অভিষেক ঠাকুর।

রাকেশ পেশায় ক্ষুদ্র চা চাষি এবং অভিষেক শিলিগুড়ির গভমেন্ট পলিটেকনিকের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ও কারিগর বিভাগ থেকে ডিপ্লোমা কোর্স করে বেকার বসে ছিলেন। তখনই তাঁর মাথাতে এই ঝিনুক মাশরুম চাষের চিন্তা আসে। শিবার সাফল্য দেখে ইউটিউবে দিনরাত ঝিনুক মাশরুম চাষের ভিডিও দেখে ও ইন্টারনেটে এই চাষ সংক্রান্ত সকল তথ্য খুঁজতে শুরু করেন তিনি। এরপর এ বিষয়ে রাকেশের সঙ্গে আলোচনা করে দুজনে মিলে ঝিনুক মাশরুম চাষের সিদ্ধান্ত নেন। চাষের জন্য জায়গার প্রয়োজন থাকায় রাকেশ শহরের পূর্বপাড়ায় ২০ ফুট দৈর্ঘ্য – প্রস্থ বিশিষ্ট একটি জায়গায় তৈরি করেন মাশরুম চাষের ঘর। গাইড হিসেবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন শিবা সাহা।

৪৫০টি সিলিন্ডার নিয়ে তাঁরা ঝিনুক মাশরুম চাষের যাত্রা শুরু করেন। প্রথমে সব মিলিয়ে ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়। এক্ষেত্রে দুই যুবক ২০ হাজার টাকা করে খরচ করেন। মাত্র ১২ দিনে তাঁরা ১৫ হাজার টাকার ওপর মাশরুম বিক্রি করেছেন। তাঁদের চাষ করা মাশরুম মেখলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি হয়ে পাড়ি দিচ্ছে শিলিগুড়িতে। অভিষেক ও রাকেশ জানান, এলাকায় মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রচুর মানুষ কেনার জন্য যোগাযোগ করেন।

সেঞ্চুরিতেও অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্যাতায়নী

দিনহাটা: বয়স যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বাধা হয় না তা আরও একবার প্রমাণ করলেন, দিনহাটা নিগমনগরের প্রবীণ ক্যাতায়নী চক্রবর্তী। এই বছরই ক্যাতায়নী দেবী ১০০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই বয়সেও আজও একইভাবে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদি গানের চর্চা করে চলেছেন তিনি। এমনকি স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখনও তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

নিগমনগরে ক্যাতায়নীর বাড়ি গেলেই শোনা যাবে গুণগুণ করে এক মনে গেয়ে চলেছেন বৃদ্ধা। মেয়ে সুজাতা ও সুমিতা চক্রবর্তী জানান, উনি সবসময়ই কিছু না কিছু নিয়ে গাইতে থাকেন। ক্যাতায়নীর জন্ম কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। বাবা ভূমিন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছেই গানে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। তবে বাবার কাছে গান শেখা শুরু হলেও স্কুলের শিক্ষকদের কাছেও তিনি গান শেখেন। তাঁর লেখাপড়া কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমিতেই। এরপর সপ্তম শ্রেণি উত্তীর্ণ হলে তিনি বিবাহ সূত্রে চলে যান বাংলাদেশের রংপুরে এবং ৭১-এর যুদ্ধে আবার তিনি রংপুর ছেড়ে ফিরে আসেন নিগমনগরের বাড়িতে। বর্তমানে এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে থাকেন ক্যাতায়নীদেবী।

মেয়ে সুজাতা বলেন, মায়ের কাছে শুনেছি, তিনি কোচবিহারের রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সামনে গান গেয়েছিলেন। প্রবীণশিল্পী হিসেবে একাধিকবার সংবর্ধিতও হয়েছেন তিনি।

বিক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচিতে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারির পালপাড়া এলাকায়। অভিযোগ বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে ঘুঘুমারি পালপাড়া এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় এবং গো ব্যাক স্লোগান দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। অবশেষে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় খবর দিলে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। নিখিলরঞ্জন দে-র অভিযোগ, বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচিতে পালপাড়া এলাকায় এলে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনী এলাকায় জমায়েত হয়ে তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং তারা সেখানে মিছিল করতে থাকে। কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হামলা চালানোর পরিস্থিতি বুঝে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। যেহেতু গত লোকসভা নির্বাচন এবং কত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই এলাকায় বহু ভোটে জয়লাভ করেছিল তাই এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

ফের চাকরির নামে প্রতারণা

কয়েককোটি টাকা নিয়ে উধাও প্রতারক

কোচবিহার: কিছুদিন আগেই শিলিগুড়িতে কয়েককোটি টাকার চাকরির প্রতারণায় নাম জড়িয়েছিল পঙ্কজ বর্মণের। এবার চাকরির নাম করে কয়েককোটি টাকা তুলে গায়েব হয়ে গিয়েছে কোচবিহার শহরের বাসিন্দা তথা তুফানগঞ্জের এক ব্যক্তি। শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাজরাপাড়া এলাকার আশ্রম রোডের ঐ ব্যক্তির পাঁচতলা বাড়িতে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন প্রতারিত চাকরি প্রার্থীরা। তুফানগঞ্জের চিলাখানায় এলাকায় পৈতৃক বাড়ি রয়েছে ঐ যুবকের তুফানগঞ্জের চামটা মোড় এলাকায় তার শ্বশুবাড়িতে স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যাকে রেখে সে আপাতত নিখোঁজ। পঙ্কজ বর্মণের পর কোচবিহারে চাকরি প্রতারণায় তুফানগঞ্জের দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম উঠে আসায় বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই হৈচৈ শুরু হয়ে গিয়েছে।

বছর দুয়েক আগে কোচবিহার শহরের আশ্রম রোডের এক ছোট গলির ভিতরে পাঁচতলা বাড়ি তৈরি করেছিল ঐ যুবক। সেখানে স্ত্রী ও ছোট দুই মেয়ে নিয়ে সে থাকত। ১৪ মার্চ সেখানে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির সদর দরজা ও গ্যারাজে তালা ঝুলছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানালেন, ঐ যুবক কী করত তা তারা জানেন না। তবে মাস ছয়েক থেকেই বাইরে থেকে অনেকে এখানে আসতে শুরু করে। রোজ বাড়ির সামনে ঝামেলা হত। এরপর হঠাৎই একদিন ঐ যুবক তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এদিকে ততদিনে এলাকায় জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে বহু টাকা তুলেছে ঐ যুবক।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে। কয়েক কোটি টাকা তুলেছে ঐ যুবক। এমনকি তার হয়ে কয়েকজন এজেন্টও কাজ করত। সে নিজে যেমন টাকা তুলত তেমনি এজেন্টরাও তার হয়ে টাকা তুলে আনত। কলকাতায় এবং নদীয়া জেলায় তার ভালোরকম যোগাযোগ রয়েছে।

গ্রাম থেকে শহরের নামী এলাকায় এতবড় বাড়ি করায় ঐ পরিবার অনেকের নজরে পড়ে যায়। এদিন হাজরাপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল যে, পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ঢালাই হয়ে গিয়েছে। বাড়ির একতলায় থাকার ঘর সম্পূর্ণ তৈরি। সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্যারাজ। শুধু তাই নয় একতলায় বসবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি সেখানে এসি ও বাড়ির চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা পর্যন্ত লাগানো হয়েছে। এই বাড়ি করার জন্য ব্যাংক থেকে লোনও নেয় ঐ যুবক। স্থানীয়রা জানান, এমনকি ১৪ লাখ টাকা দিয়ে একটি গাড়িও কিনেছিল ঐ যুবক। কয়েকদিন চালিয়ে ঐ গাড়িটি বিক্রি করে দেয় সে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যারা টাকা দিয়েছেন তারা কেউ এখনও পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হননি। আপাতত ঐ যুবক এখন কোথায় রয়েছে তা কেউ জানে না।

নাজিরহাটে ড্রেনের কাজের সূচনা করলেন শুচিস্মিতা

কোচবিহার: নাজিরহাট শিববাড়ি বটতলায় ড্রেনের কাজের শুভ সূচনা করলেন জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে নাজিরহাট বাজার শিববাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজো-অর্চনা করে ফিতে কেটে এই কাজের শুভ সূচনা করলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২৫ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আলিমা খাতুন বিবি, ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, সহসভাপতি আব্দুল সাত্তার, নাজিরহাট-১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ধনঞ্জয় রায়, চেয়ারম্যান প্রশান্ত নারায়ণ ঈশোর সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। জানা গিয়েছে এই ড্রেনের কাজ কোচবিহার জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে ৪৪ লক্ষেরও বেশি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এমনটাই জানিয়েছেন ২৫ নম্বর জেলা পরিষদ সদস্য আলিমা খাতুন বিবি।

দোল পূর্ণিমায় চার্জেবেল লাইটে ফুলমুন প্লাকিং হল মাঝেরডাবরি চা বাগানে

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগানে ফুলমুন প্লাকিং হল দোল পূর্ণিমায়। খুবই উন্নত গুণমানসম্পন্ন ঐ চায়ের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ পাবেন দেশের নানা প্রান্তে থাকা চাপ্রেমীরা। গত দুই বছরের দোল পূর্ণিমায় উৎপাদনকে ছাপিয়ে এবার প্রায় তিন হাজার কেজি চা পাতা তৈরি করা হয়েছে। অনলাইন ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, কলকাতা, মুম্বাইসহ দিল্লির বিভিন্ন রেলস্টেশনের আউটলেট থেকেও এই চা পাতা সংগ্রহ করা যাবে। মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর জানিয়েছেন, ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা কেজি দরে এই ফুলমুন প্লাকিং চা পাতা কিনতে পারবেন গ্রাহকরা। সাধারণ চা পাতার তুলনায় এই চায়ে অ্যারোমা অনেক বেশি থাকে। সিটিসি বাজারে এই চায়ের ভালো চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই বছর দোল পূর্ণিমায় ২,৭৭৮ কেজি চা পাতা উৎপাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনবছর আগে ফুলমুন প্লাকিং শুরু করেছিল মাঝেরডাবরি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। প্রথম বছর ২০০কেজি, গত বছর ৪০০কেজি এই চা পাতা উৎপাদন করা হয়েছিল।

এদিকে চাবাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, দোল, বুদ্ধ ও কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায় চা বাগানে ফুলমুন প্লাকিং করা সম্ভব। তবে মাঝেরডাবরি চা বাগানে মূলত দোল পূর্ণিমার রাতে চা পাতা তুলে গুনমাণ সম্পন্ন এই চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। শুরুর দিকে মশাল জ্বালিয়ে এই শ্রমিকরা কেউ কেউ পথ দেখাতেন আর অন্য শ্রমিকরা চা পাতা তুলতেন। এবার একটু অন্য কায়দায় বলা ভালো আধুনিক পদ্ধতিতে চা পাতা তোলা হয়েছে। মশালের বদলে পাতা তোলা শ্রমিকদের মাথায় চার্জেবেল আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৭ মার্চ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ২২৫ জন বাগানের শ্রমিক ফুলমুন প্লাকিং-এ অংশ নিয়েছিলেন। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় চা পাতা তোলার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হয়নি।

হালকা-মাঝারি বৃষ্টিতে রাস্তার রূপ নিয়েছে চষা ক্ষেতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: হালকা-মাঝারি বৃষ্টিতে রাস্তার রূপ নিয়েছে চষা ক্ষেতে। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। সপ্তাহের প্রথমদিনে এমনই দুর্ভোগের চিত্র দেখা গেল মালদহের চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের কনুয়া রহমতপুরে। বর্ষা শুরুর আগেই রাস্তার কাজ অসম্পন্ন থাকায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা।

উল্লেখ্য, সড়কপথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বছর দুয়েক আগে মালদহের চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর জাতীয় সড়কের বাইপাস রাস্তার কাজ শুরু হয়। ধীর গতিতে চলছে রাস্তার কাজ বলে অভিযোগ। অসম্পূর্ণ রাস্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে একাধিকবার পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন রহমতপুর কনুয়া এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে সেই রাস্তার কাজ আজও অসম্পূর্ণ। বর্ষা আসার আগেই রাস্তা যেন রূপ নিয়েছে চষা ক্ষেতে। সেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে দুর্ভোগে পড়ছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। মোটরবাইক ও চার চাকার যানবাহন ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন চালকেরা। জল কাদায় আটকে যাচ্ছে বাইকের চাকা। ঠেলে ঠেলে বাইক নিয়ে যেতে রীতিমত নাজেহাল অবস্থা, বাইকচালক থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের। এই নিয়ে এই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণেই রাস্তার কাজ ধীরগতিতে। এখনো বর্ষা শুরু হয়নি। বর্ষা শুরুর আগেই ভোগান্তির চিত্র। এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন তো দূরের কথা মানুষও চলাচল করতে অপারগ। মোটরবাইকের চাকা কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে যেতে আটকে পড়ছে। আমরা চাই , বর্ষার আগেভাগেই কাজ শেষ করতে হবে। যদিও জাতীয় সড়ক অবস্থা, দাবি, টানা কাজ চলছে। দ্রুত কাজ সম্পন্ন হবে।

অসময়ের বৃষ্টিতে আলু নিয়ে উভয় সংকটে উত্তরের কৃষি বলয়

নিজস্ব সংবাদদাতা: অসময়ের বৃষ্টিতে আশঙ্কার মেঘ জমেছে উত্তরের কৃষিবলয়। যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে বিপুল পরিমাণ আলু মাঠেই পচে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও আবাদের অনেকটাই কৃষকেরা তুলে ফেলেছেন তবুও অধিকাংশ আলু বস্তাবন্দী করে ক্ষেতেই রাখা আছে। পরপর কয়েকদিনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে আলুর বস্তা সম্পূর্ণরূপে ভিজে যাওয়ায় আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। জমিতে যেটুকু আলু এখনও তোলা হয়নি সেগুলি শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক সংগ্রহ করা যাবে কিনা তা নিয়েও ঘোর সংশয় দেখা দিয়েছে।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমার আলুর আবাদে খোলা আকাশের নিচে লাইন করে লাল বা চটের বস্তা পড়ে আছে। বাড়িতে রাখার জায়গা না থাকায় সোজা মাঠ থেকে হিমঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বস্তাগুলি রাখা আছে।

প্রাক মরশুমি পোখরাজ এবং চন্দ্রমুখী প্রজাতির আলুর

অধিকাংশই তুলে ফেলেছেন কৃষকরা। এখন চলছে মরশুমি জ্যোতি ও হল্যান্ড প্রজাতির আলু তোলা। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার কাছে কালীপুরের চাষি পরিমল সরকার বলেন, হিমঘরের বন্ড পাইনি বলে জমিতেই আলু ফেলে রাখতে বাধ্য হয়েছি। বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ায় এখন ঠিক করেছি বাড়িতে রাখব। তবে এই জলে ভেজা আলুর ঠিক কতটা দাম পাব তা বুঝতে পারছি না।

বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ায় কাদামাটিতে আলু তোলার সাহস পাচ্ছেন না কৃষকরা। কারণ ইতিমধ্যে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকে গেছে। ফলে আলুতে পচন ধরতে পারে। আবার যদি হঠাৎ রোদ ওঠে তাহলেও আলুর ক্ষতি হতে পারে। এমতাবস্থায় উভয় সংকটে পড়েছেন আলুচাষিরা।

আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ২১ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে।কোচবিহার জেলায় এই আবাদের পরিমাণ ৩৫,১০০হেক্টর। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৮,৭১,১০০ মেট্রিক টন ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ির সহকৃষি অধিকর্তা পাপিয়া ভট্টাচার্য বলেন, কোনভাবেই ভেজা অবস্থায় আলু বস্তাবন্দি করা যাবে না। তাই বৃষ্টির হাত আলু বাঁচাতে বস্তায় না ভরে প্রাথমিকভাবে জমি থেকে আলু তুলে শুকিয়ে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ক্ষতি ঠেকাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলুগুলিকে রোদ ও জল থেকে দূরে হাওয়াবহুল জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আলুর স্কিন অত্যন্ত কোমল হওয়ায় বেশি সময় ধরে জলের মধ্যে থাকলে আলুতে পচন ধরে যাবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলু তুলে গোলায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি আমরা। তিনি জানান, এবার জলপাইগুড়ি জেলাতে প্রায় ৩৩,০৫০ জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ আলু তোলা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এদিকে কৃষি দপ্তরের পরামর্শ মত চাষিরা আলু তুলতে মরিয়া হলেও সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শ্রমিকের অভাব। তারওপর আবার চড়া মজুরি দাবি করছে শ্রমিকরা। শুধু স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে কাজ না হওয়ায় ১৯ মার্চ কোথাও কোথাও আবার ছোট পণ্যবাহী গাড়ী বোঝাই করে বাইরে থেকে শ্রমিক আনা হয়েছে কাজের জন্য।

আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষি দপ্তরের আধিকারিক সুমিত বসাক জানান, গত দুইদিনের বৃষ্টিতে তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে ১৯ মার্চের রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, জমিতে বস্তায় ভরে রাখা আলু জলে কিছুটা ক্ষতি হতেই পারে।

অতিরিক্ত বিদ্যুতের বিল, বিক্ষোভ গ্রাহকদের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল আসার অভিযোগে দিনহাটা বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের গেট আটকে বিক্ষোভ গ্রাহকদের। দিনহাটা শহরের হরিজন বস্তির হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হয়ে দিনহাটা শহরের বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকে ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান না হলে আন্দোলনকারীরা আগামীতে বৃহত্তম আন্দোলনে নামার হুমকি দেন। বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের গেট আটকে হরিজনরা বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করলে খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলেন। পুলিশের আশ্বাসে তারা আন্দোলন তুলে নেন। এই বিষয়ে গৌরী হরিজন অভিযোগ করে বলেন, এর আগে আমি ১০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছি সঙ্গে তিনমাসে এক হাজার করে তিন হাজার টাকা বিল দিয়েছি তথাপিও এমাসে ৪০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। আমরা গরীব মানুষ বিদ্যুতের অতিরিক্ত বিল কোথা থেকে দেবো। এদিন সেই কারণে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষেরা একত্রিত হয়ে বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি এই বিষয়ে দিনহাটা বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার কল্যাণ সরকার জানান, বিষয়টি দেখে খোঁজখবর নেব। যদি অভিযোগ সত্য হয় তাহলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ন্যাশনাল টাইগার অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার করে বন্ধ থাকবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ

আলিপুরদুয়ার: দেশের অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু ছিল আগেই। এবার থেকে সপ্তাহে একদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় পর্যটকদের যাতায়াত, জঙ্গল সাফারি ও ওয়াচ টাওয়ার ঘুরে দেখা বন্ধ থাকবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ থাকবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। তবে বনবস্তিবাসিদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হবেনা। তাসত্ত্বেও বক্সার বিভিন্ন বনবস্তি এলাকার বাসিন্দারা বনদপ্তরের এই ঘোষণায় উদ্বিগ্ন। এরফলে তাঁরা তাঁদের রুজি-রুটিতে টান পড়ার আশঙ্কা করছেন।

প্রতি মঙ্গলবার করে বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্প এলাকার সান্তালাবাড়িতে হাট বসে। সেই হাটে কেনাকাটা করতে আসেন পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামের বনবস্তির বাসিন্দারা। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সেই হাটে বাইরে থেকে আসা ক্রেতাদের আনাগোনায় প্রভাব পড়া নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। হাটে কেনাবেচা ছাড়াও বক্সার জঙ্গলে বক্সা, জয়ন্তী, সান্তালাবাড়ি, ২৩মাইল সহ বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের মূল জীবিকা হল পর্যটন। তথা বলা ভালো হোমস্টে পর্যটন। অর্থাৎ পর্যটকদের সেখানে রেখে সাফারি ও খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ গ্রামবাসী জীবিকা অর্জন করে থাকেন। এছাড়াও এই পর্যটকদের ওপর নির্ভর করে ছোটখাটো অনেক দোকানও চলে। ডুয়ার্স ট্যুরিজিম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, জয়ন্তী সহ বক্সার জঙ্গলে থাকা অধিকাংশ বাসিন্দাদের পর্যটকদের উপস্থিতির উপরই রুজিরুটি চলে। সপ্তাহে একদিন যদি পর্যটকদের আসা বন্ধ হয় তাহলে এখানে পর্যটন শিল্পে ধাক্কা লাগতে পারে।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর অপূর্ব সেন বলেন, ১ এপ্রিল থেকে প্রত্যেক মঙ্গলবার পর্যটকদের প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত বন্ধ থাকবে। এইদিন ওয়াচ টাওয়ার গুলি সাফাই করবেন বনকর্মীরা। এছাড়া সপ্তাহে ভিড় কম থাকলে তা বন্যপ্রাণীদের নির্বিঘ্নে বিচরণের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। তিনি আরও জানান, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নির্দেশ মেনে দেশের অন্যান্য সাফারির মত বক্সা জঙ্গলেও প্রতি মঙ্গলবার করে সাফারি সহ পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বক্সা জঙ্গলের প্রায় ২০০ হেক্টর এলাকায় বাইসন ও হরিণের খাবারের উপযগী ঘাস লাগানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ফুল ফুটুক উত্তরের ফুটবলে

একটা সময় কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের ফুটবলের ছিল স্বর্ণযুগ। আর সেটার পেছনে ছিল কোচবিহারের মহারাজাদের অবদান। খালি পায়ে মোহনবাগানের হয়ে খেলে সাহেবদের পরাজিত করার প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ডজয়ী মোহনবাগানের পাঁচজন ছিলেন কোচবিহারের মহারাজার দলের ফুটবলার। মহারাজা রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজেও ছিলেন মোহনবাগান দলের সভাপতি। কোচবিহারের মহারাজার অর্থে হত একসময় কোচবিহার ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফুটবলের মক্কা কলকাতার ময়দানে একসময় দাপিয়ে খেলেছে উত্তরের ছেলেরা। জলপাইগুড়ির প্রদীপ কুমার ব্যানার্জি একদিন হয়েছিলেন ভারতের দিকপাল ফুটবলার পিকে ব্যানার্জি। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনার কোন খামতি না থাকলেও সময়ের সাথে সাথে সেভাবে ফুটবলার উঠে আসছিল না। মাঝে কেবল শিলিগুড়ির মনজিৎ সিং এর মতন ইষ্টবেঙ্গলে সুযোগ পাওয়া ফুটবলার এর উত্থান হয়েছিল। তবে ছবিটা হালে আবার বদলাতে শুরু করেছে। গত বছর সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন কোচবিহারের মহিতোষ রায় ও শিলিগুড়ির রাজা বর্মন। বর্তমানে কলকাতার ফুটবলে অন্যতম চেনা মুখ হয়ে উঠেছে উত্তরের দুই ফুটবলার। উত্তরবাংলার বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে আছে বহু ফুটবল প্রতিভা। আর সেই প্রতিভাদের দিকেই এখন নজর ভারতীয় ফুটবলের দুই বড় দল ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের। আর এবার সবচেয়ে বড় চমক দিল উত্তরের ৮ জন নবীন ফুটবল প্রতিভা। অনূর্ধ্ব ২১ ইয়ুথ আই লিগের জন্য ইষ্টবেঙ্গল দলে সুযোগ পেল এরা। সুতরাং উত্তরের ফুটবলে এখন সত্যিই সুসময়। এভাবেই এই বসন্তে উত্তরের ফুটবলে ফুটুক নতুন ফুল। আর সেই স্বপ্ন দেখার সাহস আমাদের আছে।

কবিতা

মুহূর্ত

....পামেলা রায়

মুহূর্তেরা বেঁচে থাকে আজীবন স্বপ্ন লালিমা ঘিরে.....
অপেক্ষা জাগে সারাক্ষণ, প্রতি মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে !
দিন শুরুর অপেক্ষা ,দিনশেষে অপেক্ষা, কষ্টের অপেক্ষা ,ব্যাকুলতার অপেক্ষা ,আনন্দের অপেক্ষা, জমে থাকা অভিমানের ঝরে পড়া অপেক্ষা।
জন্মের মুহূর্ত ও মৃত্যু চরম সত্য,
বাকি সব অপেক্ষা আপেক্ষিকতার।
হাজারো অপেক্ষা ভিড় করে থাকে শুধু জীবন জুড়ে,
বেছে নিই খানিক অভিমানী অপেক্ষা।
পরশে যদি কেউ হলুদ পাতার মত ঝরে পড়ে, সোহাগে যদি তার বিহ্বল হয়ে ওঠে মন,
জানবো আমার প্রিয় সে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ভেড়ার ঘর পূজা ও পোড়ানো

...শ্যামল কান্তি বর্মন

হোলি উৎসব বা দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের রীতির প্রচলন রয়েছে রাজবংশী সমাজে। তাদের মধ্যে অন্যতম একটি রীতি এই ভেড়ার ঘর পোড়ানো। এই রীতি শুধু উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বাংলাদেশ, নেপাল, আসাম এমনকি দক্ষিণবঙ্গেও রাজবংশীরা ভেড়ার ঘর পোড়া দেন। ভেড়ার ঘর পোড়ানোকে অনেকে বুড়ির ঘর পোড়ানোও বলে থাকেন। দোলযাত্রার আগে ভেড়ার ঘর পোড়ানোর একটি কাহিনী রয়েছে। এর সাথে প্রাচীন ধূলিয়া রাজার ইতিহাস জড়িত আছে। ধুলায় ধূসরিত রাজা, এ রাজা মাটির কাছাকাছি থাকে, সে রাজা একজন সাধারণ মানুষ। এ রাজা ধুলিয়া রাজা। ভেড়ার ঘর পোড়ার পরদিন ধুলিয়া রাজার আসর বসে ঠিক যেখানে ভেড়ার ঘর পোড়ানো হয় সেই স্থানে। ধুলিয়া এক অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতির লোকাচার। একটি সিঁদুর লিপ্ত মাটির পিন্ডকে ধুলিয়া রাজা হিসাবে কল্পনা করা হয়। কল্পনার পটভূমিতে নির্মিত রাজার বাস্তব রুপ দেওয়া হয় একজনকে রাজা সাজানো হয়। তার পারিষদবর্গ থাকেন। তারা বিচিত্র রকমের পোশাক পরিধান করে শুরু করা হয় রাজসভার কাজ। রাজার আদেশে মন্ত্রী অপরাধীকে হাজির করে তার বিচারের জন্য রাজার অনুমতি নেন। রাজার বিচারে দন্ডিত ব্যক্তিকে অর্ধনগ্ন করে তার গায়ে কাদাজল ঢালা হয়। ধুলিয়া রাজার এই বিচারকে অনুসরণ করে রাজবংশী সমাজের মানুষ ধুলিয়া খেলায় মেতে ওঠে। ভেড়া কামের প্রতীক। এই ঘর পোড়ানো হলে মানব মনের কামভাব পরিত্যাগ হয় বলে মনে করা হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষ এই ভেড়ার ঘর পোড়ানোর মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রস আস্বাদন করে। এই ভেড়ার ঘর নির্মাণ করা হয় খড়, শুকনো পাতা ও বাঁশ দিয়ে। লম্বা বাঁশের মধ্যে খড় করে পেঁচিয়ে সেই বাঁশটিকে পুতে রাখা হয়। সাধারণত গৃহ থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় তৈরি করা হয় ভেড়ার ঘর। এরপর সন্ধ্যা বেলায় ধূপ ধুনো ও অন্যান্য উপচার সহযোগে পুজো করা হয় ভেড়ার ঘরে। পূজা শেষে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ভেড়ার ঘরে। এই ভেড়ার ঘর পোড়ানোর সাথে একসময় রাজবংশী সমাজে প্রচলিত গান ছিল। এই গানগুলির মধ্যে কামনা-বাসনার ভাব ফুটে উঠত। কিন্তু ভেড়ার ঘর পোড়ানোর পর প্রচলিত আছে মানুষের মন থেকে কামনা-বাসনা লোপ পায়। কিন্তু বর্তমানে এই রীতির পাশাপাশি গানগুলি এখন লোকমুখে শোনা যায় না। সেগুলি প্রায় হারিয়ে গেছে রাজবংশী সমাজ থেকে। রাজবংশী সমাজের বর্তমান প্রজন্ম জানে না ভেড়ার ঘর পোড়ানোর কাহিনীকে ও গান।

এই প্রসঙ্গে এক প্রবীণ নাগরিক কাজল বর্মণ বলেন, "এখন শুধু নিয়মমতো করতে হয় তাই করে। আগের দিনের গান এখনকার প্রজন্ম জানেই না।" আরেক প্রবীণ সমারু বর্মণ বলেন, "এটা আমাদের সংস্কৃতি। দোলযাত্রার আগে আমরা আগেকার এই ভেড়ার ঘর পোড়াতাম। তারপর সকলে মিলে বনভোজন করতাম।" ***(লেখক পেশায় শিক্ষক)***

উদ্যোগে: ইতিহাস বিভাগ

আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

দেশের স্বাধীনতার পরে কেটে গেছে পঁচাত্তরটি ঘটনাবহুল বছর। দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। এরকম এক সময়ে ঐতিহাসিকদের দায় থেকে যায়, এই ফেলে আসা সময়কে বিচার বিশ্লেষণ করার। ভারত আধুনিকতার পথে কতটা পা হাঁটতে পারল? তার বিচার তো শুধু বছরের হিসেবে হবে না। ফিরে দেখতে হবে দেশের সমাজ সংস্কৃতিকে। ঠিক সেই কাজটা করার জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজন করেছে দু'দিনের এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের। এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যের এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক গবেষকরা। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন হল ১৬ মার্চ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল এবং সহ-উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম পাল। উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অলক কুমার ঘোষ। আলোচনাচক্রের প্রথমদিনে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিতেন্দ্রকুমার প্যাটেল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেঘালয়ের শিলং-এর নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শাহনুর রহমান। আলোচনাচক্রের বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে আলোচনাচক্রের

আহ্বায়ক অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আধুনিকতার দিকে ভারতের যাত্রাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা ঐতিহাসিকদের কর্তব্য। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আমলের পর ভারত তার মুক্তি অর্জন করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের এই লড়াইতে ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে পশ্চিমী ধারণার আধুনিকতার। আর তখনই দেশের মানুষ উপলব্ধি করেছেন, যে এদেশের ব্রিটিশ শাসক আদৌ মানেনি পশ্চিমি রাজনৈতিক দর্শনকে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শকে শাসক আদৌ অনুসরণ করেনি। দেশের মুক্তি সংগ্রাম চেষ্টা করেছিল জাতি-প্রতিষ্ঠা করতে, যা ছিল আধুনিকতার দিকে যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্বাধীনতার পরে জাতি-রাষ্ট্র কতটা পারল তার নাগরিকদের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দিতে? এইসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে এই আলোচনাচক্রে।

আলোচনাচক্রের দ্বিতীয়দিনে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মহম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগ ও আধুনিক ভারতের আশুতোষ অধ্যাপক অমিত দে। এ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষকরা আলোচনাচক্রে তাঁদের গবেষণা উপস্থাপন করছেন। বাংলাদেশ থেকেও এসেছেন একাধিক গবেষক যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক মহম্মদ আজিম উদ্দিন।

ভারতের বহুমাত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এই আলোচনাচক্রে উঠে আসবে বলে বক্তারা সকলেই আশা প্রকাশ করেন। যেভাবে ক্ষমতায় আসীন লোকেরা এক ভাষা-এক ধর্ম- এক সংস্কৃতির ভারতের ধারণাকে তুলে ধরতে চাইছে তার বিপরীতে এই বহুমাত্রিক ভারতের আদর্শকে তুলে ধরা আজ সকলের কর্তব্য। সে-কাজে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করল।

আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপকেরাও। কর্মজীবন থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর নিলেও জ্ঞানচর্চার জগতে তাঁরা সক্রিয়। বিভাগের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক বন্ধনের কথা তাঁরা তাঁদের ভাষণে উল্লেখ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক রাখালচন্দ্র নাথ, অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ, অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকার, অধ্যাপক অমল দাস এবং অধ্যাপক নির্বাণ বসু। আলচনাচক্রের প্রথম দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা সুতপা সেনগুপ্ত।

'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে সুরক্ষা কবচ দেওয়া হোক'-দাবি সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: 'উত্তরবঙ্গ ফেল খেলা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুরক্ষা কবচ দেওয়া হোক'- দাবি জেলা সিপিএমের। উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কোনো হেলদোল নেই সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে সচেষ্ট হোক রাজ্য সরকার। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই দাবি তুললো দার্জিলিং জেলা সিপিএম। এদিন সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার জানান,উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগ জড়িয়ে আছে। বর্তমানে বেহাল অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের। দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে যেমন বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে, সেইমত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে সুরক্ষা কবচ দেওয়া হোক। দলমত নির্বিশেষে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে জনমত গড়ে তোলার আবেদন জানান তিনি।

বই রিভিউ: উত্তরের কবিতা চর্চার এক ঐতিহাসিক দলিল

পার্থ নিয়োগী

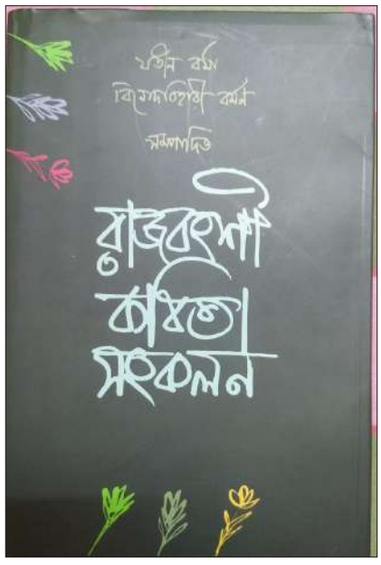

'যাগো বাহে, কোনঠে সগায়?' অবিভক্ত উত্তরের সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হকের 'নুরুলদীন' শীর্ষক কবিতার এই শেষ লাইনটা কত শক্তিশালী তা আমরা বাংলাদেশে গেলে বুঝতে পারি। উত্তরের মাটির এই ভাষা উচ্চারিত হয়েছিল একদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইতে দেবী চৌধুরিরানীর প্রধান সেনাপতি নুরুলদীনের মুখে। উত্তরের এই রাজবংশী ভাষায় আছে মিষ্টতা যা আমাদের নতুন করে বাচতে শেখায়। না কথাটা একবিন্দু বাড়িয়ে লিখছি না। আর সেটা উপলব্ধি হবে যতীন বর্মা ও বিনোদবিহারী বর্মণ সম্পাদিত 'রাজবংশী কবিতা সংকলন' বইটি পড়লে। এই বইটির প্রথম সংস্করন প্রকাশ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। আর ২০০০ সালে প্রথম চার বছরের মধ্যেই প্রথম সংস্করনের সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। সেসময় থেকেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করনের জন্য প্রচুর পাঠক চাতকের মত অপেক্ষায় ছিলেন। আবার কাজ শুরু করলেন যতীন বর্মা ও বিনোদবিহারী বর্মণ। এরই মাঝে সবাইকে কাদিয়ে ২০০০ সালে চলে গেলেন বিনোদবিহারী বর্মণ। ফলে চাপটা অনেক বেড়েগিয়েছিল যতীন বর্মার। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তিনি যে দায়বদ্ধ। দ্বিতীয় সংস্করনের বাকি কাজ পূর্নতা পেল যতীন বর্মার হাতে। ২০২২ সালে এল দ্বিতীয় সংস্করন। যতীন বর্মা ও বিনোদ বিহারী বর্মণের যৌথভাবে লেখা প্রথম সংস্করনের সম্পাদকীয়কে এই দ্বিতীয় সংস্করনের সম্পাদকীয় হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস কে কুর্নিশ জানাতেই হয়। কারণ এই সংস্করন পৌছে যাবে আরও নতুন নতুন পাঠকের হাতে। তারাও এই সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারবে অসাধারন এইকাব্যগ্রন্থের পেছনের ইতিহাস। ডঃ গিরিজাশংকর রায়ের লেখা ভূমিকা পাঠকের কাছে এক বড় পাওনা। পরিচায়িকায় অসমের প্রগতি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রমেন্দ্রনাথ অধিকারী এই কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে লিখতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে রাজবংশী ভাষা, কবিতা নিয়ে খুব মূল্যবান লেখা আমাদের উপহার দিয়েছেন। মোট ৫৬ জন কবির কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে বইটি। মনীষী পঞ্চানন বর্মার বিখ্যাত নবজাগরণের কবিতা 'ডাংধরী মাও' দিয়ে কবিতার শুরু। দিকপাল সব কবির কবিতায় সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থে কে নেই কবিদের তালিকায়? কলীন্দ্রনাথ বর্মণ, বিনোদবিহারী বর্মণ, শ্যামাপদ বর্মণ, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মনারায়ণ বর্মা, কমলেশ সরকার, যতীন বর্মা, নিখিলেশ রায়, মমতাজ সুলতানা, ভগীরথ দাস, দীপক কুমার রায়, দ্বিজেন্দ্র নাথ ভগতের মত সব বিখ্যাত নাম। আছে বিখ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী নিবারণ পন্ডিত ও তাঁর নাতি সন্দীপন পন্ডিতের কবিতা। রাজবংশী ভাষার সমস্ত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে সুন্দরভাবে বজায় রাখা হয়েছে কাব্যগ্রন্থে। কবি পরিচিতি অধ্যায়ে উদারভাবে সব কবির যথাসম্ভব পরিচয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থশেষে একটি শব্দার্থ সূচী এবং পান্ডুলিপি অনুসারে সংযোগ করার প্রয়াস সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। অধ্যাপক নিখিলেশ রায়ের প্রচ্ছদটিও অপূর্ব ভাবনাশৈলীর পরিচয় দেয়। আর সমগ্র বইটি নিয়ে বলতে গেলে কবি বিনোদ বিহারী বর্মণের কবিতার লাইন 'তোমার থিতি আলো আনে /আন্দার জড়ায় না' এর সূত্র ধরে এই কাব্যগ্রন্থকে নিয়ে একটাই কথা মনে আসে এই রাজবংশী কবিতা সংকলন আমাদের রাজবংশী কবিতার আগামী জার্নির এক দিশা হয়ে থাকবে।

প্রকাশিত হল কাব্যগ্রন্থ 'নানের ডায়েরি ইনসমনিয়ার বাকফসল'

বিশেষ সংবাদদাতা: দেবব্রত ভট্টাচার্য্য কোচবিহারের মানুষ তাকে নান নামেই বেশি জানে। একটা সময় কোচবিহারের নাট্যচর্চায় যুক্ত অন্যতম মানুষ ছিলেন। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষটি একসময় সক্রিয় রাজনীতি করতেন। ২০০২ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ভট্টাচার্য্যর কবিতার প্রতি ভালোবাসা আজও সমানভাবে অটুট। ২০১৬ সাল থেকে ফেসবুকে নানের ডায়েরি শীর্ষক এক কবিতার সিরিজ লেখা শুরু করেন। ফেসবুকে লেখা তাঁর এই কবিতার সিরিজ তুমুল জনপ্রিয় হয়। এরই মাঝে তাঁর মস্তিষ্কে ধরা পরে টিউমার। হয় অপারেশন। কিন্তু রক্তে যার সংগ্রাম তাকে কোন বাঁধাই থামাতে পারে না। তাই ফেসবুকে লেখা এই কবিতার সিরিজ প্রকাশিত হল কাব্যগ্রন্থ হিসেবে। দীর্ঘ ২০ বছর বাদে গত ৪ মার্চ রাজমাতা দিঘি সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নানের ডায়েরি ইনসমনিয়ার বাকফসল।' এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কবি গৌতম ভাদুড়ি। মানসী নন্দীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তবলায় তাকে যোগ্য সঙ্গত দেন প্রশান্ত নন্দী। উপস্থিত অতিথিরা মঞ্চে সমবেতভাবে দাড়িয়ে মোড়ক উন্মোচন করেন বইটির। কবি সুবীর সরকার এদিনের প্রকাশিত দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সাথে দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের পরিচয়ের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কবিতাকে নিয়ে তাদের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের বলিষ্ঠ কলমের কথা তুলে ধরেন। তরুণ কবি সুপ্রসন্ন কুন্ডু দায়িত্ব সহকারে এই কাব্যগ্রন্থটির যে প্রচ্ছদটি করেছেন তাঁর প্রশংসাও করেন সুবীর সরকার। কবি দেবজ্যোতি রায় বলেন, 'প্রচলিত ভাষাকে ভাঙ্গাই কবির প্রথম ও প্রধান কাজ। আর দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের আগের কাব্যগ্রন্থের থেকে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতার ভাষা অনেকটাই আলাদা। তাই সে কবি ও কবিতার প্রতি দায়িত্ববোধের সাক্ষর রেখেছেন। এরই ফাঁকে বাচিকশিল্পী সৌগত গুহ ঠাকুরতার গলায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ এক অন্য পরিবেশের সৃষ্টি করে। নাট্যব্যাক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য্য বলেন, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের বিচরণ না থাকত তবে দেবব্রত ভট্টাচার্য্যর স্থান আজ আরও অনেক উচুতে থাকত। মৃগাঙ্ক দাস এই কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'একজন পাঠক হিসেবে সে যখন দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের কবিতা পড়ে তখন মনে হয় যেন তাঁর সামনেও দেবব্রতবাবু বসে আছেন। এছাড়া দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের প্রতিটি কবিতায় কোথায় যেন এক বিদ্রোহের সুর তিনি খুঁজে পান'। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি গৌতম ভাদুড়ি কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন 'এই কাব্যগ্রন্থে কবির আমি যেন আমারও আমি হয়ে উঠেছে। আর সেটাই দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের স্বার্থকতা। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সঞ্চালনার পাশাপাশি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা পাঠ করে সকলের মন জয় করে নেন দেবলীনা বিশ্বাস।

আবার শুরু সৃজন বৈঠক

পার্থ নিয়োগী

সৃজনশীল মানুষেরা পরস্পর আড্ডার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করে যাতে এক সুস্থ সমাজ গঠন করতে পারে এই ভাবনা থেকেই কোচবিহারে শুরু হয়েছিল সৃজন বৈঠকের। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নাট্যব্যাক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্য্য। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য মাঝে বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল সৃজন বৈঠক। গত ৫ মার্চ থেকে আবার শুরু হোল সৃজন বৈঠক। এবারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রানীবাগানে। বৈঠকের শুরুতে দীপায়ন ভট্টাচার্য্য সৃজন বৈঠকের উদ্দেশ্য ও আগামীর ভাবনা নিয়ে বলেন। গল্পপাঠ করে শোনান অখিল ঘোষ। গল্প শেষে শ্রোতাদের সাথে এই নিয়ে হয় মত বিনিময়। লেখকের সাথে পাঠকের এমন সরাসরি খোলা আকাশের নীচে বসে মত বিনিময় এখানেই সৃজন বৈঠকের স্বার্থকতা। এরপর আড্ডার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে শ্যামল মিত্রের গান। আড্ডায় রেকর্ডের মাধ্যমে শোনান হয় শ্যামল মিত্রের গান। নিজের তরুণ বয়সে শ্যামল মিত্রের গানের সাথে কি কি যন্ত্র ব্যবহৃত হত তা ডায়রিতে লিখে রাখতেন দীপায়ন ভট্টাচার্য্য। সেটা জানা গেল তার মুখ থেকে। ১৯৭৩ সালে কোচবিহার এবিএন শীল কলেজের অনুষ্ঠানে শ্যামল মিত্রের গানের অনুষ্ঠানের স্মৃতি উঠে এল আড্ডায় অংশ নেওয়া অনেক প্রবীণের কথায়। একটা সময় কোচবিহারের বিখ্যাত সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ তথা ব্যবসায়ী হরিশচন্দ্র পাল তাঁর দোকানে পুজোর আগের থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের পুজোর গান বাজাতেন। আর সেখানেই শ্যামল মিত্রের পুজোর গান শুনতে হরিশবাবুর দোকানে ছুটতেন তা নিজ মুখে আড্ডায় বললেন বিশ্বজিৎ ভৌমিক। এরই মাঝে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান কবি দীপায়ন পাঠক। এরপর আড্ডার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে কোচবিহারের রাসমেলা। যেহেতু এদিনের বৈঠকে উপস্থিত মানুষের মধ্যে প্রবীণ এবং মধ্যবয়স্কদের আধিক্য ছিল বেশি তাই স্বাভাবিকভাবে রাসমেলার পুরনো দিনের কথাই হয়ে ওঠে আড্ডার প্রধান বিষয়। তবে এই আড্ডায় উপস্থিত নবীন কবি নীলাদ্রি দেব ও সমৃদ্ধ হলেন, কারণ আজ থেকে ৫০ বছর আগের রাসমেলা কেমন ছিল তা জানার সৌভাগ্য হল তখনকার মানুষের মুখ থেকে। দীপায়ন ভট্টাচার্য্য বললেন, একটা সময় তিনি থাকতেন কোচবিহারের খাপোইডাঙ্গা গ্রামে। সে সময় সার্কাসের তাবু থেকে দর্শক টানতে সার্চ লাইটের আলো দেখানো হত। আর খাপোইডাঙ্গা থেকে সেই সার্কাসের সার্চ লাইটের আলো দেখার সেই উন্মাদনার কথা বলতে গিয়ে যেন সেই পুরনো দিনেই চলে গিয়েছিলেন দীপায়নবাবু। রাসমেলায় দই চিড়ে খাওয়া নিয়ে পুরনোদিনের স্থানীয় প্রবাদ উঠে এল কবি দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের মুখে। এভাবেই উঠে এল কোচবিহারের রাসমেলার সেই পুরনোদিনের চার আনার টক দই, মর্নিং ফ্রেশের সিংহ, জেমিনির পুতুল নাচের কথা। নীলাদ্রি বিশ্বাস, বিদ্যুৎ পাল, পাপড়ি গুহ নিয়োগীর মত সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের মানুষের উপস্থিতি এদিনের সৃজন আড্ডাকে করে তোলে স্বার্থক। এভাবেই একটা সময় নেমে আসে সন্ধ্যা। শেষ হয় এদিনের সৃজন বৈঠক। ফেরার সময় সাথে থাকে এক অনন্য অভিজ্ঞতা ও আগামীর জন্য স্বপ্ন।

দুটি মেমরি ভেরিয়েন্ট উপলব্ধ Nokia C12 Pro

মুম্বই: Nokia ফোনের হোম HMD Global লঞ্চ করল Nokia C12 Pro। লাইট মিন্ট, চারকোল এবং ডার্ক সায়ান রঙে উপলব্ধ Nokia C12 Pro-তে 8/৬৪GB (২GB RAM + ২GB ভার্চুয়াল RAM) এবং ৫/৬৪GB (৩GB RAM + ২GB ভার্চুয়াল RAM) মেমরি ভেরিয়েন্ট আছে। এই দুটি ভেরিয়েন্টের দাম যথাক্রমে- ৬,৯৯৯ টাকা ও ৭,৪৯৯ টাকা।

Nokia C12 Pro সম্পূর্ণ রূপে একটি স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। যা স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে আগের চেয়ে আরও বেশি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। Nokia C12 pro অক্টা কোর প্রসেসর, ২ গিগাবাইট ভার্চুয়াল র‍্যা ম, স্ট্রিমলাইনড OS, সামনের এবং পিছনের উভয় ক্যামেরার জন্য নাইট এবং পোর্ট্রেট মোড সহ উন্নত ইমেজ নিয়ে এসেছে। Nokia C12 Pro গ্রাহকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে। এই ডিভাইসটি কমপক্ষে দুই বছরের নিয়মিত নিরাপত্তা প্যাচ নিশ্চিত করে।

এসএন্ডপি ৫০০ ইটিএফ ফান্ডের NFO খুলবে ২২ মার্চ

মুম্বই: ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ফান্ড হাউসগুলির মধ্যে অন্যতম অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড তাদের নতুন ফান্ড অফার - অ্যাক্সিস এসএন্ডপি ৫০০ ইটিএফ ফান্ড অফ ফান্ড (এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে ফান্ড বিনিয়োগের একটি ওপেন এন্ডেড ফান্ড) চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড তাদের নতুন তহবিল S&P ৫০০ TRI (INR) বেঞ্চমার্ক মেনে চলবে। এই ফান্ডে ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৫০০টাকা।

NFO ২২ মার্চ খুলবে এবং বন্ধ হবে ৫ এপ্রিল। Axis S&P ৫০০ ETF ফান্ড অফ ফান্ড হল এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডে বিনিয়োগের ফান্ডের একটি উন্মুক্ত তহবিল যা ট্র্যাকিং ত্রুটি সাপেক্ষে S&P ৫০০ TRI-এর প্রতিলিপি। পণ্যটি তাদের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থাকলে বিনিয়োগকারীদের তাদের আর্থিক উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

MD এবং CEO, Axis AMC চন্দ্রেশ নিগম বলেন, ভারতে, ফান্ড অফ ফান্ডকে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যাদের বিনিয়োগের দিগন্ত দীর্ঘ হয় এবং যারা তাদের পোর্টফোলিওকে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈচিত্র্যময় করতে চান।

কলকাতা এবং কর্ণাটকে পোস্টপেইড গ্রাহকদের জন্য Vi Self-KYC পরিষেবা শুরু

মুম্বই: Vi Self-KYC-এর মাধ্যমে নতুন মোবাইল কানেকশন পাওয়া এখন আরও সহজ, দ্রুত, নিরাপদ হয়ে উঠেছে। এই Vi Self-KYC পদ্ধতিটি চালু হওয়ায় যে সমস্ত গ্রাহকরা একটি নতুন প্রিপেইড বা পোস্টপেইড সিম নিতে চান তাঁদের আর এখন থেকে রিচার্জের রিটেল স্টোরে যেতে হবে না। ভি – এর এই নতুন Self-KYC-এর মাধ্যমেই তাঁরা প্রিপেইড বা পোস্টপেইড সিম পেয়ে যাবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভি – এর এই নতুন Vi Self-KYC সিস্টেমটি DoT বাধ্যতামূলক নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সিম বিতরণের অতিরিক্ত সুবিধার সাথে যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় গ্রাহকদের একটি নতুন সিম / কানেকশন দিতে পারবে।

কলকাতা এবং কর্ণাটকের পরিষেবা এলাকায় সমস্ত পোস্টপেইড গ্রাহকদের জন্য এই Vi Self-KYC চালু করেছে ভি। সিম কেনার প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে, শীঘ্রই প্রিপেইড এবং পোস্টপেইড গ্রাহকদের জন্য পরিষেবাটি ধীরে ধীরে প্যান-ইন্ডিয়া স্তরে চালু করা হবে। উল্লেখ্য, Vi Self-KYC ব্যবহারকারীরা ঘরে বসেই অনলাইনে একটি নতুন সিম অর্ডার করতে পারবেন। ভি-এর সিওও অভিজিৎ কিশোর বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা মাথায় রেখেই Vi Self-KYC চালু করা হয়েছে।

৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ অফার করে WH-CH720N

কলকাতা: হেডফোন WH-CH720N লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে Sony India। নয়েজ ক্যান্সেলের জন্য Sony-র এই নতুন হেডফোন WH-CH720Nটি তে ওভার-ইয়ার ওয়্যারলেস হেডফোনে ডুয়াল নয়েজ সেন্সর প্রযুক্তি সহ Sony এর ইন্টিগ্রেটেড প্রসেসর V1 চিপ রয়েছে। এছাড়া পরিবেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে WH-CH720N-এর প্যাকেজিং উপাদানে কোনো প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়নি। নাWH-CH720N ১৭ মার্চ থেকে Sony-র খুচরা স্টোর (Sony সেন্টার এবং Sony Exclusive), www.ShopatSC.com পোর্টাল, প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট এই হেড ফোনটি পাওয়া যাবে। যার দাম ৯,৯৯০টাকা।

হাই-রেস সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সুষম সাউন্ড টিউনিং সহ অডিওফাইলের জন্য লাইটওয়েট ডিজাইনের এই WH-CH720N হেড ফোনটির ৫০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ গ্রাহকদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন বাধা ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের জন্য সঙ্গীত উপভোগ করতে দেয়।

WH-CH720N-এর এই ওভার-ইয়ার হেডফোনগুলিতে যাতে গ্রাহকরা দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারেন সেই কথা মাথায় রেখে ওভারহেড ওয়্যারলেস নয়েজ ক্যান্সেলিং সহ 192g-এর হালকা ergonomically ডিজাইন করা হয়েছে। যা WH-CH720Nকে Sony-ড় সবচেয়ে হালকা ওয়্যারলেস নয়েজ-বাতিল হেডব্যান্ডের ক্যাটাগরি অফার করে।

আমন্ড বাদাম কমায় হাইপারগ্লাইসেমিয়া

কলকাতা: প্রিডায়াবেটিস এবং অতিরিক্ত ওজন/স্থূলতায় আক্রান্ত ভারতীয়দের মধ্যে দুটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে খাবারের আগে আমন্ড বাদাম খেলে তা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তিন মাস ধরে চলা গবেষণায় দেখা গেছে যে স্থূলতা / ওজন এবং প্রিডায়াবেটিস বা গ্লুকোজের ওঠানামা প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৩.৩%)লোকেদের রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক করে দিয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড বোর্ডের উদ্যোগে চলা ৬০ জন লোকের ওপর করা এই দুটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ব্রেকফাস্ট, মধ্যাহ্নভোজ এবং রাতের খাবারের ৩০ মিনিট আগে ২০ গ্রাম বাদাম খেলে খাবারের পরে গ্লুকোজ এবং ইনসুলিনের ওঠানামা কমে যায় এবং সামগ্রিক হাইপারগ্লাইসেমিয়া কমিয়ে দেয়। ফলাফলগুলি বিভিন্ন জনসংখ্যার উপর গবেষণার প্রশস্ততাকে পরিপূরক করে যে কীভাবে বাদাম একটি সুষম খাদ্যের অংশ হিসাবে স্বাস্থ্যকর রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

এই ফলাফলগুলি দেখায় যে প্রতিটি খাবারের আগে বাদাম খেলে মাত্র তিন দিনের মধ্যে প্রিডায়াবেটিসে আক্রান্ত ভারতীয়দের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণকে দ্রুত উন্নত করতে পারে।

২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে IIFL JITO Ahimsa Run

কলকাতা: ভারতের বৃহত্তম আর্থিক পরিষেবা সংস্থা IIFL গ্রুপের উদ্যোগে ২ এপ্রিল ভারতের ৬৫টি শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে IIFL JITO Ahimsa Run। এই IIFL JITO Ahimsa Run-এর লক্ষ্য হল- যুদ্ধ, ঘৃণা বন্ধ করে উন্নত বিশ্বের জন্য সচেতনতা তৈরি করা। বলাবাহুল্য, ২৩টি দেশ এই IIFL JITO Ahimsa Run-এ অংশ গ্রহণ করবে। যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করে নেবে।

JITO-র মহিলা শাখা (জৈন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন) এবং IIFL ছাড়াও জিটোর স্বেচ্ছাসেবক এবং বিশ্বজুড়ে সমর্থকরা এই দৌড়ের আয়োজন করেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা https://ahimsarun.com/-এ রেজিস্টার করতে পারবেন।

এই রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কটি ১৭ মার্চ থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে।

মহাবীর জয়ন্তীর আগে IIFL JITO Ahimsa Run IIFL গ্রুপের দর্শন – ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং স্বচ্ছতার প্রতিফলন। IIFL গ্রুপ ৮ মিলিয়নেরও বেশি ব্যাঙ্কবিহীন এবং আন্ডারব্যাঙ্কড গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পথপ্রদর্শক। শুধু তাই নয় IIFL সারা ভারত জুড়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন পূরণ করারও লক্ষ্য রাখে।

সীমিত সময়ের জন্য Flipkart-এর AC এক্সচেঞ্জ অফার

বেঙ্গালুরু: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস Flipkart তার প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত এয়ার কন্ডিশনারগুলির জন্য একটি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই অফারের মাধ্যমে গ্রাহকরা তাঁদের ব্যবহৃত এয়ার কন্ডিশনার (AC) গুলি Flipkart-এর এই অফারের প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ করে নতুন AC কিনতে পারবেন।

Flipkart-তার পার্টনারদের সাথে সহযোগিতায় সর্ব ভারতীয় স্তরে একটি ঝামেলা-মুক্ত ডোরস্টেপ পিকআপ অফার করছে। যা বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আনইনস্টলেশনেও করে দেবে Flipkart। সীমিত সময়ের জন্য এই অফার দিচ্ছে Flipkart।

ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু করল Tata AIA

মুম্বই: ভারতের অন্যতম প্রধান জীবন বীমাকারী সংস্থা Tata AIA Life Insurance Co. Ltd. (Tata AIA), Tata AIA ফরচুন গ্যারান্টি সুপ্রিম চালু করেছে। এটি একটি একটি নন-লিঙ্কড, নন-পার্টিসিপেটিং, গ্যারান্টিড সেভিংস প্ল্যান। যা গ্যারান্টিযুক্ত নিয়মিত জীবন বীমা কভার প্রদান করে এবং বিনিয়োগের প্রথম মাস থেকেই আয় হয়।

টাটা AIA ফরচুন গ্যারান্টি প্ল্যানটি অনেক সুবিধা প্রদান করে। যেমন-কাস্টমাইজড পেআউট তারিখগুলি একজনের বিশেষ মুহূর্তগুলির সাথে মিলে যায়।

Tata AIA-এর প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার সামিত উপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে আমাদের যা প্রয়োজন তা হল একটি সঞ্চয় সহ সুরক্ষা সমাধান। যা আর্থিক সুরক্ষা, গ্যারান্টিযুক্ত আয় এবং নিজের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনাটি তৈরি করার নমনীয়তা প্রদান করে। Tata AIA-তে, আমরা তা লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত।

৫% পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর টাটা মোটরসের

মুম্বই: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক সংস্থা টাটা মোটরস চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে তার বাণিজ্যিক যানবাহনে ৫% পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর করবে। BS6 ফেজ II নির্গমন নিয়মগুলি মেনে চলার জন্যই টাটা মোটরসের

এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, এই মূল্য বৃদ্ধি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক যানবাহন জুড়ে প্রয়োগ করা হবে। শুধু তাই নয় এটি পৃথক মডেল এবং ভেরিয়েন্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে।

রিটায়ারমেন্ট স্টাডি অনুসারে ৪০ বছরের আগেই বিনিয়োগ

শিলিগুড়ি: ICICI প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স রিটায়ারমেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে বর্তমানে গ্রাহকদের অবসর গ্রহণের পরে জীবনের প্রতি আশাবাদী মনোভাব রয়েছে। যে ব্যক্তিরা অবসর গ্রহণের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত তারা ৪০ বছর হওয়ার আগেই বিনিয়োগ শুরু করেন। ICICI-র রিটায়ারমেন্ট স্টাডিতে দেখা গেছে যে ৬৫% উত্তরদাতা যারা এখনও পর্যন্ত বার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করেননি তারা এখন তা করতে চান। প্রায় ৬৬% উত্তরদাতা মুদ্রাস্ফীতি এবং গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত। কারণ এর ফলে তাদের অবসরকালীন সঞ্চয় প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ICICI-র রিটায়ারমেন্ট স্টাডি অনুসারে বর্তমানে, মোট আয়ের ১১% অবসর-নির্দিষ্ট সঞ্চয়ের দিকে পরিচালিত হয়। আরও জানা গেছে যে উত্তরদাতারা অবসর গ্রহণের জন্য আদর্শ হিসাবে ৬৫.৪ লক্ষের গড় কর্পাস বিবেচনা করে।

ICICI প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ মার্কেটিং অফিসার জনাব মনীশ দুবে বলেন, ভারতের রিটায়ারমেন্টের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যা ২০৩১ সালের মধ্যে ৪১% বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তখন ক্রমবর্ধমান আয়ু সহ একটি বড় অংশ দীর্ঘ অবসরের পরিকল্পনার জন্য সমাধান খুঁজবে।

জামদানি শাড়ির উৎকর্ষতা বাড়াবে তনিরা

কৃষ্ণনগর: পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়ায় 'মানিক দত্ত'-এর 'তাঁতিশালা' প্রোগ্রামের সাথে হাত মিলিয়েছে তনিরা। এই তনিরা হল টাটার প্রোডাক্ট। ফুলিয়ার জামদানি তাঁতিদের আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাঁত শিল্পের সংরক্ষণ ও ফুলিয়ার জামদানি তাঁতিদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। উল্লেখ্য, ফুলিয়ার তাঁতি সম্প্রদায়ের সাথে টাটার তনিরা এই অংশীদারিত্ব সিল্ক, কটন সিল্ক এবং খাঁটি সুতির জামদানি শাড়ির উৎকর্ষতা বাড়াবে।

তানিরার সাথে 'তাঁতিশালা' প্রোগ্রামের এই পার্টনারশিপ ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন সহ কারিগরদের পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, 'মানিক দত্ত' কয়েক প্রজন্ম ধরে হাতে বোনা জামদানি শাড়ি তৈরির সাথে যুক্ত। 'মানিক দত্ত' প্রায় ৩০০টিরও বেশি তাঁত কারখানা পরিচালনা করে। প্রতিটি কারখানায় প্রায় ১০ জন কারিগর কাজ করেন।

তনিরার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার অম্বুজ নারায়ণ বলেন, "আমরা মানিক দত্তের সাথে হাত মেলাতে পেরে এবং ফুলিয়ার জামদানি তাঁতীদের অগ্রগতি ও উন্নয়নে সহযোগী হতে পেরে গর্বিত। এই সহযোগিতার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হল জামদানি তাঁতীদের সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করা এবং জামদানি তাঁতের উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করা।

Isla Hennes দ্বারা অনুপ্রাণিত H&M-এর স্প্রিং কালেকশন

কলকাতা: H&M লঞ্চ করল তার স্প্রিং কালেকশন ২০২৩। H&M-এর এবারের স্প্রিং কালেকশনটি পৌরাণিক দ্বীপ Isla Hennes দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই স্প্রিং কালেকশনের বৈশিষ্ট্য হল- ফ্রাবিক্সের ওপর রোমাঞ্চকর বৈচিত্র্যের কারুকার্যের মাধ্যমে একটি সফট টোন সহ সেনসেটিভ টেক্সচার। ৯ মার্চ থেকে অনলাইন এবং স্টোরগুলিতে H&M-এর এই স্প্রিং কালেকশন পাওয়া যাবে। যা ৩০ মার্চ পর্যন্ত উপলব্ধ।

দ্বীপের শিল্প বিয়েনাল ভাস্কর্যগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটি সমসাময়িক 3D সিলুয়েট স্টাইল ও গ্রাফিক্সের মাধ্যমে তার স্প্রিং কালেকশন ফুটিয়ে তুলেছে H&M। যা গ্রাহকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করবে। উল্লেখ্য, H&M-এর এই স্প্রিং কালেকশনটি লঞ্চটি ভাগে বিভক্ত- প্রাক বসন্ত এবং বসন্ত। প্রতিটি লঞ্চেই চারটি শৈলীর থিমের মাধ্যমে Isla Hennes দ্বীপের বিভিন্ন গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

H&Mএর এই স্প্রিং কালেকশনে রয়েছে স্ট্রাইপ প্যাটার্নের রিমিক্সের সাথে এমব্রয়ডারি এবং ভাস্কর্য সিলুয়েটের একটি 3D এক্সপ্রেশন। এই স্প্রিং কালেকশনে পাওয়া যাচ্ছে কালো কোমর কোট, কার্গো ট্রাউজার্স, আকর্ষণীয় সবুজ ডবল-স্ট্রাইপ শার্ট, ক্যান্ডি গোলাপী স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ ড্রেস প্রভৃতি।

H&M প্রাক-বসন্ত লঞ্চটি অপ্রত্যাশিত বিবরণ সহ আধুনিক কারুকাজ করা স্যুটিংকে উজ্জ্বল দেখায়। নিও-লোক উপাদান স্পটলাইট এমব্রয়ডারি এবং ভাস্কর্য সিলুয়েট, ইসলা হেনেসের ফুলের মতো পোশাক থেকে 3D এক্সপ্রেশন ফুটেছে, এবং এবং প্যাটার্নের একটি রিমিক্স তুচ্ছতা যোগ করে। কালো কোমর কোট, কার্গো ট্রাউজার্স এবং ক্ষয়িষ্ণুভাবে বিস্তারিত বেলুন হাতা টাই-কোমরের শীর্ষ অপরিহার্য।

ওয়ান স্টপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে ক্লিয়ারট্রিপ

কলকাতা: ভারতে বৃহত্তম বাস নেটওয়ার্ক তৈরি করার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে এই গ্রীষ্মে ওয়ান স্টপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে অ্যাপে বাস পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করেছে ফ্লিপকার্টের ক্লিয়ারট্রিপ। সংস্থাটি দেশব্যাপী একাধিক রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এবং বেসরকারি বাস অপারেটরদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে।

বাসে সীট বুকিং-এ নমনীয়তা এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করবে। লঞ্চ অফারের অংশ হিসাবে, ব্যবহারকারীরা ৩১ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত বাস বুকিং-এ ফ্ল্যাট ১০% ছাড়ের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ক্লিয়ারট্রিপের মার্কি আইপি-র এই প্রথম সংস্করণটি ব্যবহারকারীদের ঘোরার খরচ সাশ্রয়ী করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক্লিয়ারট্রিপ-এর চিফ বিজনেস অফিসার প্রহ্লাদ কৃষ্ণমূর্তি বলেন, ব্যবহারকারীদের পছন্দের কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

সেলফিতে নতুন যুগের সূচনা করেছে Spark 10

গুয়াহাটি: ভারতের বাজারে অল-নিউ Spark 10 universe লঞ্চ করল TECNO। উল্লেখ্য, এই Spark 10 হল Spark 9 সিরিজের উত্তরসূরি। যা গত বছর 'অল-রাউন্ডার স্পার্ক পোর্টফোলিও'-এর অধীনে চালু করা হয়েছিল। এটি হল TECNO 'সেগমেন্টের প্রথম ৩২MP সেলফি ক্যামেরা। TECNO-র এই Spark 10-এর দাম শুরু হয়েছে ১২,৪৯৯ টাকা থেকে। ২৪ মার্চ থেকে রিটেল টাচপয়েন্টে পাওয়া যাবে TECNO Spark 10।

'মেক ইট বিগ'-এর দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে Spark 10। ট্রেন্ডি ডিজাইন ও উচ্চতর পারফরম্যান্সের সমন্বয়ের মাধ্যমে এর Spark 10 সেলফি ফোনগুলিতে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। চারটি স্মার্টফোনের সমন্বয়ে গঠিত এই Spark 10। Spark10 PRO, Spark10 ৫G, Spark10C এবং Spark10.

TECNO Spark10 PRO হল সাব-১৫K সেগমেন্টের প্রথম এবং একমাত্র স্মার্টফোন যা মেমরি ফিউশন টেকনোলজি ২.১ এর মাধ্যমে ১২৮GB রম এবং ৩২MP আল্ট্রা-ক্লিয়ার ফ্রন্ট ক্যামেরার সাথে ১৬GB RAM এর অনন্য সমন্বয় অফার করে।

TECNO মোবাইল ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেছেন, গ্রাহকদের জন্য প্রিমিয়াম প্রোডাক্টের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পয়েন্টে অফার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে TECNO।

নন-লেটেক্স রেঞ্জের প্রথম অফার

কলকাতা: বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ব্র্যান্ড Durex নিয়ে এল Durex Real Feel নন-ল্যাটেক্স কন্ডোম। এটি নন-লেটেক্স রেঞ্জের প্রথম অফার। রিয়েল ফিল পলিইসোপ্রেনমেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি Durex-এর এই নতুন প্রোডাক্টটি ল্যাটেক্স রাবারের চেয়ে সফট হওয়ায় তত্ত্বককে বিশেষ সুরক্ষা প্রদান করে। Durex Real হল ভারতের সবচেয়ে উন্নত কন্ডোম। যা গ্রাহকদের মানসিক সন্তুষ্টি প্রদান করে। দক্ষিণ এশিয়া-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রেকিট দিলেন গান্ধী বলেন, সুখময় দাম্পত্য জীবনের কথা মাথায় রেখেই ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ব্র্যান্ড Durex নিয়ে এসেছে Durex Real Feel কন্ডোম।

INSTINCT ৩.০-র লক্ষ্য পাওয়ার সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন

নতুন দিল্লি: ভারতের নেতৃস্থানীয় স্মার্ট মিটারিং এবং ডিজিটাল সলিউশন কোম্পানি Intelli Smart বাজারে আনল INSTINCT ৩.০। ২০২১ সালে সূচনা হওয়ার পর থেকে, INSTINCT স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ খুঁজে পেয়েছে। ৯০০ টিরও বেশি কলেজ, ২,৩৬৮ জন শিক্ষার্থী, ৮১টি স্টার্টআপ, ১৮৪ জন পেশাদার এবং ১৪৫টি ইনকিউবেশন সেন্টার এই প্রোগ্রামের সাথে রেজিস্ট্রাড। এন্ড-টু-এন্ড কমিউনিকেশন অপ্টিমাইজ করার এবং নিরাপত্তা বজায় রেখে পরিসীমা, থ্রুপুট এবং পেলোড নিশ্চিত করার ক্ষমতা সহ সমাধানটি একটি বাস্তব গেম পরিবর্তনকারী হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

পশ্চিম জেলার ঘাটালে ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর

ঘাটাল: ভারতের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল পোশাক এবং আনুষাঙ্গিক চেইন রিলায়েন্স রিটেইল ট্রেন্ডস পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম জেলার ঘাটালে তার নতুন স্টোর চালু করল।

৯,০০৪ বর্গফুট জায়গায় জুড়ে বৃস্তিত ঘাটালে এটি ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর। ট্রেন্ডি মহিলা, পুরুষ ও বাচ্চাদের পোশাকসহ ফ্যাশনেবল পোশাক ও অন্যান্য অ্যাক্সেসরিজের কেনাকাটার ওপর বিশেষ অফার পাবেন ঘাটালের গ্রাহকরা। ঘাটালের এই ট্রেন্ডস স্টোরে ৩,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর রয়েছে ১৯৯ টাকার বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও গ্রাহকরা ৩,০০০ টাকার একটি কুপন পাবেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

বন্ধের পরেও দুই ঘণ্টা কাজ করবে Mortein Smart

নতুন দিল্লি: ভারতের সুপরিচিত গৃহস্থালী কীটনাশক ব্র্যান্ড Mortein গুরুগ্রামের অ্যাম্বিয়েন্স মল vaporiser Mortein Smart লঞ্চ করল। মশা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য এটি ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী ফর্মুলা। বন্ধ করার পরেও দুই ঘন্টা পর্যন্ত মশা থেকে সুরক্ষা প্রদান করবে এই নতুন vaporiser Mortein Smart। হাইজিন, রেকিট-সাউথ এশিয়ার রিজিওন্যাল মার্কেটিং ডাইরেক্টর সৌরভ জৈন বলেন, মশা থেকে পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উন্নততর সমাধান প্রদানের জন্য আমরা গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে আমরা কাজ করি।

মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী Amway

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় FMCG কোম্পানি Amway India দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের সাথে ইক্যুইটি গ্রহণ করেছে। মাসব্যাপী নারী দিবস উদযাপনের জন্য গ্লোবাল থিমের সাথে একটি সিরিজ ইভেন্টের আয়োজন করেছে Amway India। Amway Indiaতে- মহিলা উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ১২ মিলিয়নেরও বেশি মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) ইউনিট রয়েছে। তাদের সাফল্যের মুল কৃতিত্ব মোবাইল ও ইন্টারনেটের। যা এই বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিমের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

যোগাসন প্রতিযোগিতা

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষ আন্তঃ সংস্থা যোগাসন প্রতিযোগিতা। আয়োজক ছিল এমআর যোগাসন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয় রুদ্রনীল দত্ত ও স্নিগ্ধা বর্মন। অনূর্ধ্ব ১১ বিভাগে ছেলেদের মধ্যে প্রথম হয় মনোজিৎ দাস ও মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয় সৌমিলি দাস। দ্বৈপায়ন রায় প্রথম হয় অনূর্ধ্ব ১৪ ছেলেদের বিভাগে। এই অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন সৃষ্টি সরকার। আয়োজক সংস্থার তরফে জানা গেছে প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীরা আগামী ১৬ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত আন্তঃ জেলা যোগাসনে অংশ নেবে।

কোচবিহারেও এবার আইপিএল ফ্যান পার্ক

বিশেষ সংবাদদাতা: কোভিডের ভ্রুকুটি নেই আর। তাই এবার আবার ফিরছে আইপিএলের ফ্যান পার্ক। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা বাংলায় যে দুটো ফ্যান পার্ক হচ্ছে তার একটি হচ্ছে আমাদের কোচবিহারে। অন্যটি হচ্ছে কৃষ্ণনগরে। এই প্রথম কোচবিহারে হবে ফ্যান পার্ক। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, কোচবিহারে ১৩, ১৪ ও ১৫ মে দর্শকরা ফ্যান পার্কে খেলা দেখতে পারবেন। সরকারিভাবে চলতি মাসের শেষের দিকে আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের তরফে কোচবিহার ও কৃষ্ণনগরে পর্যবেক্ষণ করা হবে। আর কোচবিহারে ফ্যান পার্ক হওয়া নিয়ে খুশির হাওয়া নেমে এসেছে ক্রিকেটপ্রেমী জনতার মধ্যে।

কোচবিহারের তিনজন নর্থ জোনে

বিশেষ সংবাদদাতা: সিএবির অনূর্ধ্ব১৪ মহিলা জোনাল ক্রিকেটে নর্থ জোন দলে সুযোগ পেল কোচবিহারের তিনজন মহিলা ক্রিকেটার। এরা হলেন মহিষবাথানের অয়ন্তিকা দাস, টাকাগাছের ধ্রুতি রায় এবং শালবাড়ি হরিরহাটের ঋতু বড়ুয়া। সিএবির বেশ কয়টি জোন আছে। যার অন্যতম হল নর্থজোন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নিয়ে তৈরি নর্থ জোন। এই নর্থ জোন দল গঠনের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয় উত্তর দিনাজপুরে। সেই ট্রায়াল থেকেই কোচবিহারের তিনজন নর্থ জোন দলে সুযোগ পান।

ইন্ডোর ক্রিকেট গ্রাউন্ডের অপেক্ষায় কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী: এক সময় বাংলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ। কোচবিহারে এসে খেলে গেছেন জয়সীমা,পতৌদি, চুনী গোস্বামীর মত দিকপাল ক্রিকেটার। অষ্ট্রেলিয়ার থেকে মাটি এনে একসময় ক্রিকেটের পিচ বানিয়েছিলেন কোচবিহারে মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ। এজেলার ছেলে শিবশংকর পাল পেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলে সুযোগ। আজও কোচবিহারে ক্রিকেটের উন্মাদনা বজায় আছে একইরকম। তাই কোচবিহারে প্রচুর ছেলে প্রতিদিন ক্রিকেট প্র্যাকটিস করে থাকে বড় ক্রিকেটার হবার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু বর্ষাকালে কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বাধ্য হয়েই তাদের করা হয় না প্র্যাকটিস। বর্ষায় যাতে ক্রিকেটাররা প্র্যাকটিস করতে পারে সে কথা ভেবে ২০০৯ সালে

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে ইন্ডোর প্র্যাকটিস গ্রাউণ্ডের কাজ শুরু হয়। এরপর ১৪ বছর ধরে তোর্ষা দিয়ে বহু জল গড়ালেও থমকে গেছে ইন্ডোর ক্রিকেট প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের কাজ। প্রায় ১৪ বছর আগে যে পিলার তৈরি হয়েছিল আজও ঠিক একই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তবে এরই মাঝে আশার আলো ইন্ডোর ক্রিকেট প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের অসমাপ্ত কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী বর্ষার আগেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে সিএবির কোচবিহার জেলা প্রতিনিধি রবীন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ক্রিকেটের ইন্ডোর গ্রাউন্ডের কাজটি অর্ধেক হয়ে আছে। যত দ্রুত সম্ভব কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে ক্রিকেটাররা উপকৃত হবেন।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্তের কথাতেও ইতিবাচক সুর। তিনি বলেন, 'আমরা আশাবাদী, শীঘ্রই ক্রিকেটের ইন্ডোর গ্রাউন্ডের কাজটির বাস্তবায়ন হবে। ইতিমধ্যেই সিএবির তরফে কিছু সামগ্রী আমরা পেয়েছি।' এই খবর শুনে খুশি কোচবিহারের ক্রীড়ামহল। ইন্ডোর ক্রিকেট প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড হলে এর ভেতর কৃত্তিম ঘাস, বিশেষ ধরনের অস্ট্রেলিয়ান ম্যাট থাকবে। ফলে জেলার ক্রিকেটারদের বর্ষার সময় অনুশীলনে ছেদ পড়বে না। এতে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে কোচবিহারের ক্রিকেট।

বিশ্বশ্রীর জন্মদিন পালন

পার্থ নিয়োগী: গত ১৭ মার্চ বিশ্বশ্রী প্রয়াত মনোহর আইচের ১১১ তম জন্মদিন পালন করল দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপকুমার দে, সম্পাদক বিভুরঞ্জন সাহা, কাউন্সিলর শিক্ষা নন্দী, শিক্ষক গণেশচন্দ্র সাহা প্রমুখ। উপস্থিত সবাই কেক কেটে বিশ্বশ্রীর জন্মদিবস উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানে 'নবীন প্রজন্মের কাছে মনোহর

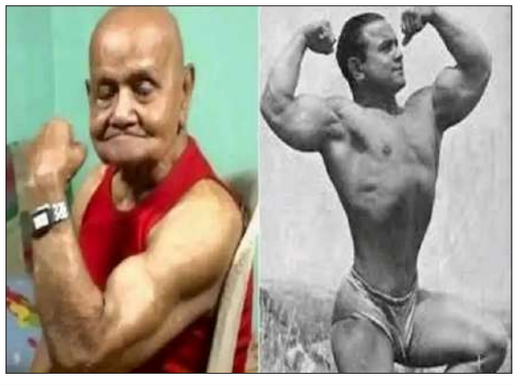

আইচ এখনও কেন আদর্শ চরিত্র' তা নিয়ে উপস্থিত অতিথিরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিভুরঞ্জন সাহা বলেন, 'শরীর হল সম্পদ। তাকে সুস্থ রাখতে ব্যায়ামের বিকল্প নেই। আর শরীর চর্চার ক্ষেত্রে মনোহর আইচ হলেন আমাদের আইকন। ওনার মতো একাগ্র হলে তবেই সফলতা সম্ভব। তাই ফাকি দিয়ে আর যাই হোক সুস্বাস্থ্য পাওয়া যাবে না'। বিশ্বশ্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিতিও ছিল বেশ।

ঘরে ফিরলেন ভারতীয় মহিলা দলের বিশ্বকাপার ক্রিকেটার রিচা ঘোষ

শিলিগুড়ি: ছ'মাস পর ২২ মার্চ বুধবার শিলিগুড়ি শহরের কৃতী ক্রিকেট কন্যা রিচা ঘোষ ঘরে ফিরছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রানার্স আপ ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য রিচা দেশে ফিরেই মহিলাদের প্রথম আইপিএলে বেঙ্গালুরু আরসি'র হয়ে গা ঘামান। ব্যস্ত ক্রিকেট সফরের জন্য ছ'মাস বাড়িতে আসা হয়নি রিচার। বিশ্বজয়ের পর বুধবারই প্রথম শহরে আসছেন। বাড়িতে শেষ এসেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। অবশেষে বুধবার শিলিগুড়িতে ফিরলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রিচা।

এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন ভারতীয় দলের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। সেখান থেকে হুট খোলা গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ির হাতিমোড়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন রিচা। তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসছে শিলিগুড়িবাসী। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি

মেয়র রঞ্জন সরকার।

শিলিগুড়িতে ক্যারম টুর্নামেন্ট

বিশেষ সংবাদদাতা: শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম সংস্থা আয়োজিত মন্টু ভট্টাচার্য ট্রফি জেলা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন পাপিয়া বিশ্বাস। কাছারি রোড যুবক সংঘে গত ১৯ মার্চ ফাইনালে পাপিয়া ২-০ সেটে হারিয়েছেন সঞ্জয় সরকারকে। সেমিফাইনালে পাপিয়া একই ব্যবধানে জেতেন বিশ্বজিৎ ভগতের বিরুদ্ধে। সঞ্জয় হারিয়ে দেন মাম্পি কোদালিয়াকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হন অনিরুদ্ধ লাহিড়ি। ফাইনালে পৃথ্বী সাহার বিরুদ্ধে ২-০ সেটে তার জয় এসেছে। দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ২৪ জন অংশ নেন এই ক্যারম টুর্নামেন্টে। এদিন পুরস্কার তুলে দেন যুবক সংঘর সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, সচিব পার্থ চক্রবর্তী, ক্যারম সংস্থার সভাপতি সিদ্ধার্থ বিশ্বাস, সচিব সঞ্জীব ঘোষ প্রমুখ। রাজ্য ক্যারমে পদকজয়ী দুর্জয় ঘোষ, পাপিয়া ও মাম্পিকে এদিন একই মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সেরা সিনিয়র ইলেভেন

বিশেষ সংবাদদাতা: মেডিকেল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের সংগঠন অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের তরফে কোচবিহারে আয়োজন করা হয়েছিল ৮ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল সিনিয়ার ইলেভন। ১৯ মার্চ ফাইনালে সিনিয়র ইলেভেন ৬ উইকেটে রয়্যালকে পরাজিত করে। এদিন এবিএন শীল কলেজের মাঠে টসে জিতে প্রথমে রয়্যাল ব্যাট করে ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১১০ রান তোলে। রয়্যালের সুজয় রায় ৭৭ রানে অপরাজিত থাকেন। সিনিয়রের শতদ্রু রায় ১০ রানে নেন ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিনিয়ার দল ৯.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৩ রান তুলে জয় ছিনিয়ে নেয়। সিনিয়রের ভাস্কর বিশ্বাস ৬৯ রান করেন। এই ভাস্কর বিশ্বাস ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন। রয়্যালের সুজয় রায় টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন।

জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১৯ মার্চ কোচবিহার জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল এমজেএন ক্লাবে। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। এই প্রতিযোগিতায় ৪৬টি ইভেন্টে ১২৫ জন ক্যারাটেকা অংশ নিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাকেশ সরকার বলেন, ৪৬টি ইভেন্টে সোনাজয়ী ক্যারাটেকারা আগামী ২৮-২১ এপ্রিল দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

বাংলা দলে কোচবিহারের তিনজন

বিশেষ সংবাদদাতা: দারুণ সুখবর উশুতে কোচবিহার জেলার। আগামী ২০-২৪ মার্চ পাঞ্জাবের জলন্ধরে চতুর্থবর্ষ ফেডারেশন কাপ উশু প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের হয়ে অংশ নেবে কোচবিহারের তিনজন প্লেয়ার। কোচবিহারের তিনজন হলেন আমির হোসেন (চ্যাংকুয়ান, দাওসু, গুনশু), সুব্রত বর্মন (৬০ কেজি) এবং স্বপন বর্মন (৫২ কেজি)। সেইসাথে বাংলা দলে উত্তরবঙ্গের আরও তিনজন সুযোগ পেয়েছেন। এরা হলেন জলপাইগুড়ির কল্পনা ছেত্রী (৪৫ কেজি), আলিপুরদুয়ারের সোহানি খালখো (৪৮ কেজি) ও খুশবু আখতার (৫৬ কেজি)। নর্থ বেঙ্গল উশু সংস্থার সচিব সত্যেন বর্মনের কাছ থেকে এই খবর জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96